সহায়তায় কেভিআইসি

মৌমাছি-পালনে প্রশিক্ষণ

কর্মশালা শুরু ইকফাই-এ

আগরতলা, ২ জুলাই ঃ

কামালঘাট ও সন্নিহিত এলাকার শ্রমজীবি জনগনের আর্থিক উন্নয়ণে অভিনব উদ্যোগ নিল ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরা। ভারত সরকারের খাদি ও গ্রামোদ্যোগ আয়োগের অর্থানুকূল্যে মৌমাছি-পালন সংক্রান্ত পাঁচদিনের এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা সোমবার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে শুরু হয়েছে। ফটিকছড়া, মুড়াবারি, ভাটি ফটিকছড়া, লেম্বুছড়া এবং বড়জলা এলাকার ৩৯ জন শ্রমজীবি মহিলা এবং পুরুষ এই কর্মশালায় অংশ নিয়েছেন। প্রশিক্ষণ কর্মসূচী শুক্রবার অব্দি চলবে।

এই কর্মশালা আয়োজনের অঙ্গ হিসাবে গত শুক্রবার মৌমাছি-পালন ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার নিয়ে একদিনের সচেতনতা কর্মসূচী পালিত হয়। কর্মসূচীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বড়জলা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা বিশিষ্ট স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ দিলীপ দাস। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বামুটিয়া কেন্দ্রের বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস। সন্মানিত অতিথিদ্বয়ের আসন অলংকৃত করেন নাবার্ডের জেনারেল ম্যানেজার সুনীল কুমার এবং খাদি ও গ্রামোদ্যোগ আয়োগের উপ-অধিকর্তা কে সি রায়। অতিথিদের সকলেই এধরণের কর্মশালা আয়োজনের জন্য ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং সবধরণের সহায়তার আশ্বাস দেন।

পাঁচদিনের কর্মশালায় অংশগ্রহনকারী ২৫ জন গ্রামীণ প্রতিনিধিকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি যৎসামান্য মূল্যে মধু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণের সামগ্রী সরবরাহ করবে খাদি ও গ্রামোদ্যোগ আয়োগের আগরতলা কার্য্যালয়। উদ্যোগী হয়ে বামুটিয়া বিধানসভা এলাকা থেকে অতিরিক্ত ১৪ জন প্রতিনিধি কর্মশালায় পাঠিয়েছেন বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস। উনি বিধায়ক উন্নয়ণ তহবিল থেকে প্রত্যেকের প্রতিনিধি ফি বহন করছেন। আজ বিকালে কর্মশালায় উপস্থিত হয়ে মৌমাছি-পালন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে অবহিত হন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য্য অধ্যাপক বিপ্লব হালদার। তিনি প্রতিনিধিদের সঙ্গেও নানা বিষয়ে মত বিনিময় করেন।

প্রেস বিবৃতি